তারিখ ... 2-5-...-2011
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাবিতে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের হট্টগোল

রাবি সংবাদদাতা । ঢাকার হাতিরপুলে শিক্ষকদের গেস্ট হাউস কেনা নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ডাকা সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের দুইপক্ষের হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার বিকেল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে এই সম্মেলন ডেকেছিল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক রকীব আহমদ। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনের প্রগতিশীল শিক্ষকদের একাংশের বিরোধিতা করেন।

সংবাদ সম্মেলন আহ্বানকারীরা বলছেন, ঢাকায় রাবির অতিথি ভবন ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সে বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য এ সংবাদ সম্মেলনের আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসনপন্থীরা এটা পন্ড করে দিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সংবাদ সম্মেলনের বিরোধী শিক্ষকরা বলছেন, দলের নির্বাচিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের না জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডাকা হয়েছে। আমাদের নামে তথ্য যাচ্ছে কিন্তু আমরা জানি না। তাই আমরা এর বিরোধিতা করেছি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোমবার বিকেল ৩টায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। সংবাদ সম্মেলনে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে গেলে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফয়জার আহমেদ আপত্তি তুলে সংবাদ সম্মেলন বর্জন করে চলে যান। এ সময় স্টিয়ারিং কমিটির আরও একজন সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সুলতান-উল-ইসলাম আপত্তি জানালে দুই পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি ও বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই বাগ্‌বিতণ্ডা ও হট্টগোল চলে। অন্য পক্ষের বাধার মুখে সংবাদ সম্মেলনটি পন্ড হয়ে যায়।

নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করল আ.লীগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান ফটক অবরোধ করে জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক পদের মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সোমবার বিকেল ৪টায় রাবি উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের বাসভবনে এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা পরীক্ষা দিতে আসা চাকরি প্রার্থী ও নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের উপাচার্যের বাসভবনে ঢুকতে বাধা দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর তিনটার দিকে মতিহার থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে ৫০-৬০ নেতাকর্মী রাবি উপাচার্য বাসভবনের মূল ফটকের সামনে অবস্থান নেয়। এরপর বিকেল চারটার দিকে কয়েকজন চাকরি প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপাচার্য বাসভবনের ভেতরে ঢুকতে চাইলে নেতাকর্মীরা তাদের চলে যেতে বলেন। এ সময় প্রক্টর বা পুলিশের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বিকেল ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মজিবুল হক আজাদ 'নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হবে না' মর্মে নেতাকর্মীদের আশ্বস্ত করে চলে যেতে বলেন। মতিহার থানা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন অভিযোগ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জামায়াত-শিবিরের লোকজনদের নিয়োগ দিচ্ছে। তারা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে চাইছে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ভিসি স্যারের বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছি।